ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

দেশের নাম বদল নিয়ে বিতর্ক, যা বললেন কঙ্গনা

পৃঃ ৫

ইন্ডিয়া নয়, ভারত লেখার দাবি শেবাগের

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৫১ ● কলকাতা ● ২৪ ভাদ্র, ১৪৩০ ● সোমবার ● ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

কয়েক জনকে ধরছেন, বাকিরা তো আকাশে উড়ছে! ফের আদালতের প্রশ্নের মুখে সিবিআই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলা! যার অন্যতম অভিযুক্ত রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। গত বছর ২৩ জুলাই তার নাকতলার বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে তদন্তকারী সংস্থা ইডি। তারপর একটা গোটা বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও জেলবন্দি তৃণমূলের প্রাক্তন মহাসচিব।

চুপ করে থাকেননি পার্থ। এরপর তিনি নিজে বলেন, "সরকারই শিক্ষকদের বয়স ৬০ থেকে ৬২, পরবর্তী কালে ৬৫ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। উপাচার্যদের অবসরের বয়স ৬৫ থেকে বাড়িয়ে ৭০ করা হয়েছিল। বিভিন্ন বোর্ড এবং কমিশনেও একই হয়েছে। এসব একক সিদ্ধান্ত নয়। গোটাটাই সরকারের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণেই হয়েছে।" অর্থাত পার্থের নিশানায় ফের একবার রাজ্য সরকার।

পার্থের দাবির পরই আদালতের প্রশ্নের মুখে সিবিআই। বিচারপতি বলেন, "চার্জশিটে বহু নাম রয়েছে। এফআইআরেও এক ব্যক্তির নাম রয়েছে, যিনি ফেরার নন অথচ বাইরে আছেন। সিবিআই চার্জশিটে থাকা কয়েক জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে, কয়েক

এরপর ৩ পাতায়

জি-২০ নৈশভোজের আগে সংক্ষিপ্ত বৈঠক ইন্ডিয়ার!

মমতার সঙ্গে কথা নীতীশ-কেজরিওয়ালদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘোষিত কোনও কর্মসূচি ছিল না। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লি যাবেন, আর কোনওরকম রাজনৈতিক আলোচনা হবে না, সেটা অস্বাভাবিক। এবারেও ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গীদের সঙ্গে একপ্রকার মিনি বৈঠক করলেন তিনি।সূত্রের খবর, সমন্বয় কমিটি এবং নির্বাচনী কৌশল সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকে 'ইন্ডিয়া'র প্রথম জনসভার স্থান এবং দিন স্থির হতে পারে। সেই সঙ্গে, আগামী নভেম্বর-ডিসেম্বরে পাঁচ রাজ্যের (মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানা এবং মিজোরাম) বিধানসভা নির্বাচনে আসন সমঝোতা নিয়েও আলোচনা হতে পারে ওই বৈঠকে।সেখানেই ইন্ডিয়া জোটে থাকা বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার থেকে শুরু করে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের সঙ্গে মমতার দেখা হয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে ইন্ডিয়া জোটের বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে বলেই সূত্রের খবর। সংসদ ভবন থেকে বাসে করে ভারত মণ্ডপম পৌঁছন তাঁরা।শনিবার সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাংলার মুখ্যমন্ত্রী চাণক্যপুরীর রাজ্য সরকারের অতিথিশালা (নতুন বঙ্গভবন) থেকে সংসদ ভবনে পৌঁছান।

এদিকে বিজেপি-বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র চতুর্থ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে দিল্লিতে আগামী বুধবার। তবে এই বৈঠক শরিক দলগুলির শীর্ষনেতাদের নয়। জোটের সমন্বয় কমিটি এবং নির্বাচনী কৌশল সংক্রান্ত কমিটির সদস্যেরা ওই বৈঠকে যোগ দেবেন। সমন্বয় কমিটির প্রবীণ সদস্য এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পাওয়ারের দিল্লির বাড়িতে এই বৈঠক হবে।

চিটফান্ড মামলায় গ্রেফতার বিশ্বভারতীর ছাত্রী! ৩০ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বছরের গোড়ার দিকেই বোলপুরে এক চিটফান্ডের পর্দাফাঁস হয়েছিল। সেই সময় গ্রেফতার হয়েছিলেন ওই চিটফান্ডের কর্ণধার শুভ্রায়ণ শীল। এতদিন পর একই মামলায় গ্রেফতার হলেন তাঁর বোন ঈশিতা। বিশ্বভারতীর সঙ্গীতভবনে পড়াশোনা করছিলেন তিনি।গত ফেব্রুয়ারি মাসে শুভ্রায়ণকে গ্রেফতার করে এই চিটফান্ড মামলার তদন্ত চালাচ্ছিল। সেখানেই নাম জড়ায় তাঁর বোন ঈশিতার। প্রতারিতদের অভিযোগ ছিল, তাঁদের টাকায় গাড়ি, দামি মোবাইল ব্যবহার করতেন শুভ্রায়ণ-ঈশিতা।

এদিনই ঈশিতাকে বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছিল। বিচারক দুই পক্ষের সওয়াল জবাব শোনার পর অভিযুক্তকে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।রবিবার পুলিশ গ্রেফতার করে ঈশিতাকে।

এদিন বোলপুরের গুরুপল্লী থেকে ঈশিতাকে ধরে পুলিশ। জানা গেছে, 'এসএস কনসালটেন্সি' নামে একটি সংস্থার আড়ালে প্রতারণার ছক কষেছিলেন শুভ্রায়ণ। প্রায় ৩০ কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে জানতে পারে ১৫০ জনের বেশি যুবকের থেকে টাকা তোলা হয়েছিল। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেফতার করা হয় শুভ্রায়ণকে।

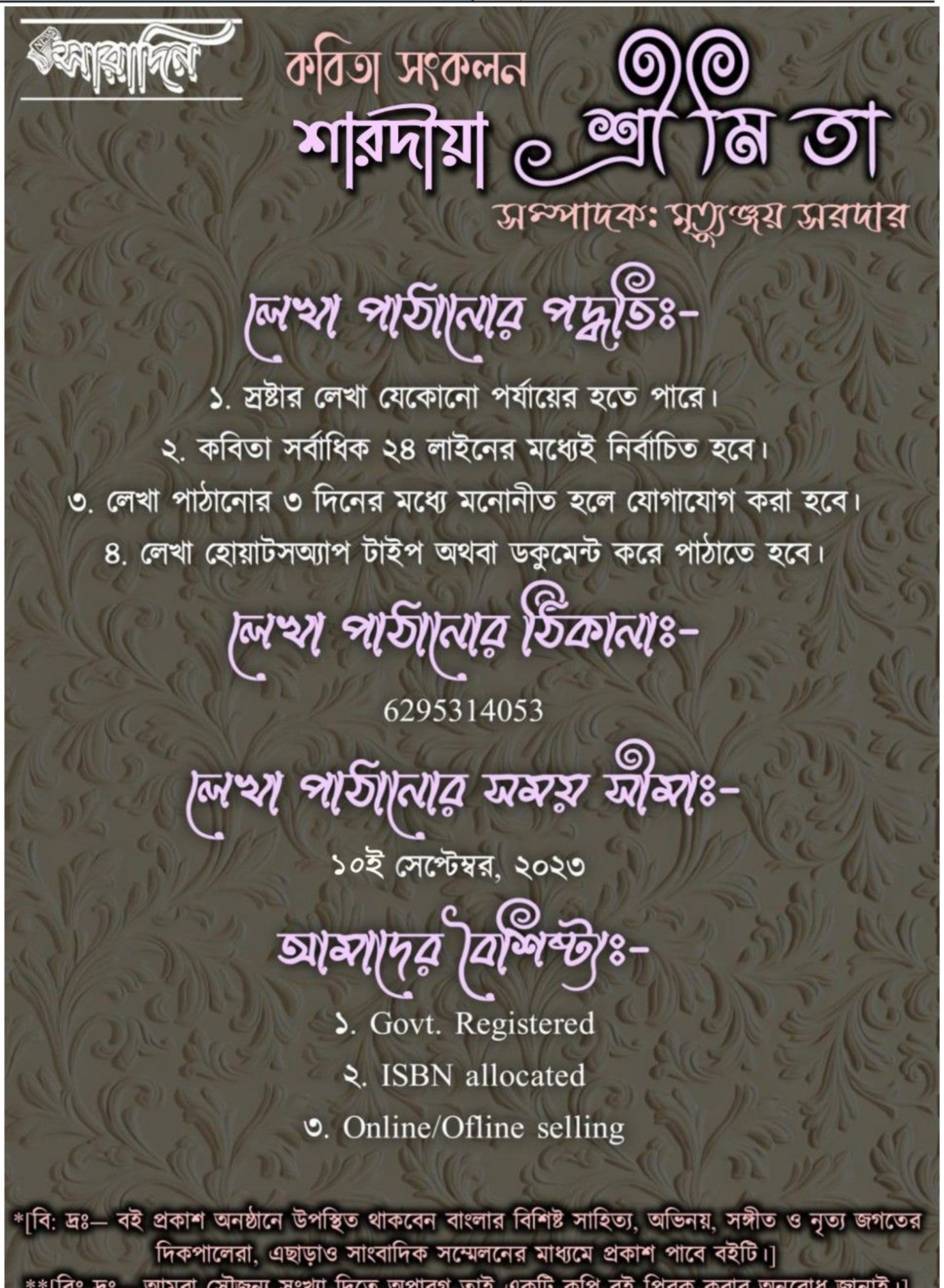

মুখ্যমন্ত্রী জমি দিলেই

বনগাঁ-বাগদা রেলপথ তৈরি হবে, দাবি সাংসদের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাগদা থেকে বনগাঁ পর্যন্ত রেলপথের দাবি জানিয়ে আসছেন সীমান্ত-লাগোয়া বাগদার মানুষ। অভিযোগ, রেলপথ তৈরি নিয়ে বার বার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। কিন্তু কাজের কাজ হয়নি। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা রেলমন্ত্রীর একটি চিঠির দৌলতে ফের চর্চায় উঠে এসেছে এই প্রসঙ্গ।বাগদার মানুষ অবশ্য চাইছেন, দ্রুত রেলপথ তৈরি হোক। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পেলে তাঁরা জমি দিতে রাজি বলে জানান এলাকার অনেক চাষি। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, আদালত, হাসপাতাল, মহকুমাশাসকের দফতর সবই বনগাঁ শহরে। ফলে বাগদা ব্লকের কয়েক লক্ষ মানুষকে নানা প্রয়োজনে নিয়মিত বনগাঁয় আসতে হয়। সড়কপথে বাস-অটোর উপরেই নির্ভর করে থাকতে হয় তাঁদের। জরুরি প্রয়োজনে গাড়ি ভাড়া করেও যেতে হয়। যাতায়াতের খরচ এবং সময় লাগে বেশি।

কলকাতা যাওয়ার জন্যও বনগাঁয় এসে ট্রেন ধরতে হয় অনেককে। রেলপথ চালু হলে সব সমস্যা মিটবে বলেই মত এলাকার মানুষের। তা ছাড়া, বাগদার আনাজ বিখ্যাত। ভিন রাজ্যে ও জেলার অন্যত্র আনাজ যায়। ট্রেন চালু হলে আনাজের

পরিবহণ খরচও কমবে বলে জানান চাষিরা।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন বনগাঁ-বাগদা রেলপথ তৈরির কথা ঘোষণা করেছিলেন। প্রাথমিক ভাবে সমীক্ষার কাজ শুরু হয়। কিন্তু জমি অধিগ্রহণ নিয়ে জটিলতায় সে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। গত বছর বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর রেলের একটি অনুষ্ঠানে জানান, বনগাঁ-বাগদা রেলপথের জন্য অর্থ অনুমোদন হয়েছে। তবে অভিযোগ, তারপরেও কাজ এগোয়নি কিছুই।

এরই মধ্যে দিন কয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে থমকে থাকা ৬১টি রেল প্রকল্পের জন্য জমি জোগাড়ের কথা বলেন কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। রেল সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে দুই পর্যায়ে বনগাঁ-বাগদা রেলপথের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে বনগাঁ থেকে চাঁদাবাজার পর্যন্ত ১১.৫ কিলোমিটার এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে চাঁদাবাজার থেকে বাগদা পর্যন্ত ১৩.৮৬ কিলোমিটার রেলপথ হওয়ার কথা। শান্তনু বলেন, 'রেলমন্ত্রীর দেওয়া চিঠিতে বনগাঁ-বাগদা রেলপথের উল্লেখ রয়েছে। এই রেলপথ তৈরির জন্য বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করেছে রেলমন্ত্রক। এখন মুখ্যমন্ত্রী জমি অধিগ্রহণ করে দিলেই আমরা কাজটা দ্রুত শুরু করতে পারব।'

বনগাঁ-বাগদা রেলপথের জন্য অর্থ অনুমোদনের বিষয়টি নিয়ে অবশ্য কটাক্ষ করেছে তৃণমূল।

ক্রেসান্ডা সলিউশন্স ইস্টার্ন রেলওয়ের সাথে

ভারতের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন ও দ্বারস্থ পরিষেবার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে

- ক্রেসান্ডা রাজধানী এক্সপ্রেসের মতো প্রিমিয়াম ট্রেন সহ ৫০০ টিরও বেশি ট্রেনের অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের পৃষ্ঠে বিজ্ঞাপন দেওয়ার অধিকার পাবে
- ভারতীয় ইতিহাসে প্রথমবার, এই ধরনের বড় বিজ্ঞাপনের অধিকার এবং দ্বারস্থ পরিষেবার একটি একক চুক্তি রেল এর দ্বারা বেসরকারী প্লেয়ারকে দেওয়া হয়।
- কোম্পানি গুলো এখন ভারতীয় হার্টল্যান্ডে এর সাথে আরও কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে পারে।

Kolkata, India, September 09, 2023: নিউজ সারাদিন : ক্রেসান্ডা সলিউশন্স লিমিটেড (বিএসই :ক্রেসান্স), একটি নেতৃস্থানীয় আইটি সমাধান, ডিজিটাল মিডিয়া এবং আইটি সক্ষম পরিষেবা সংস্থা, আজ ঘোষণা করেছে যে এটি পূর্ব রেলওয়ে, রেল মন্ত্রকের (ভারত সরকার) সাথে ট্রেনে বিজ্ঞাপন এবং দ্বারস্থ পরিষেবার প্রদানের জন্য একটি চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেছে, এই চুক্তিটি ৫ বছরের জন্য বৈধ।

কোম্পানিটি ৫০০ টিরও বেশি মেল, এক্সপ্রেস, প্রিমিয়াম, ইন্টার-সিটি এবং লোকাল ট্রেনের অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের পৃষ্ঠে বিজ্ঞাপন দেওয়ার অধিকার পেয়েছে। ক্রেসান্ডা সলিউশন নন-ক্যাটারিং আইটেমগুলোর অন-বোর্ড বিক্রয়, অন-বোর্ড ওয়াই-ফাই, ইন্টারনেট পরিষেবা এবং ট্রেনে চাহিদার বিষয়বস্তু সমন্বিত পরিষেবাগুলির একটি তোড়াও সরবরাহ করবে। কোম্পানিটি পূর্ব রেলের প্রধান রেল স্টেশন গুলির পিক আপ, ড্রপ এবং হুইলচেয়ার পরিষেবা প্রদান করবে। কোম্পানি উপরোক্ত পরিষেবা প্রদানের জন্য তার সুপার অ্যাপও তৈরি করবে এবং স্থানীয় ভাষায় ডাবিং করার জন্য আন্তর্জাতিক বিষয়বস্তু ও অর্জন করবে।

এই উন্নয়নের বিষয়ে মন্তব্য করে শ্রী অরুণ কুমার ত্যাগী, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ক্রেসান্ডা সলিউশন্স বলেন, "আমরা পূর্ব রেলওয়ের সাথে এই ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত এবং আমাদের প্রতি তাদের বিশ্বাস রাখার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাই। এই মর্যাদাপূর্ণ প্রকল্পটি একটি বিশাল ব্যবসার সুযোগ এবং এটি কোম্পানিগুলির জন্য একটি দুর্দান্ত প্ল্যাটফর্ম প্রদান করবে যারা ভারতের কেন্দ্রস্থলের সাথে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছে। আমাদের কৌশলগত অংশীদার দের সাথে, ইনহাউজ প্রযুক্তিগত এবং প্রোগ্রাম পরিচালনার ক্ষমতার সাথে, আমরা একটি অনন্য সমন্বিত যোগাযোগ প্ল্যাটফর্ম প্রদানে আত্মবিশ্বাসী যা আমাদের স্টেকহোল্ডারদের উপকৃত করবে।"

ক্রেসান্ডা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক এর অধীনে ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্টস ইন্ডিয়া লিমিটেড (বিই সিআইএল) এর সাথে হাত মিলিয়েছে এবং রেল মন্ত্রকের এই মার্কি প্রকল্পের জন্য বিড করার জন্য একটি যৌথ কনসোর্টিয়ামে স্বাক্ষর করেছেন শ্রী ত্যাগী আরও বলেন, "আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গির অংশ হিসাবে, আমরা আমাদের গ্রামীণ যুবকদের জন্য স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রকল্পটি শুধুমাত্র গ্রামীণ ভারতে সংযোগ প্রদান করবে না বরং তাদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। আমাদের দেশকে শক্তিশালী করার জন্য আমাদের সামাজিক প্রতিশ্রুতির অংশ হিসাবে, আমরা অভ্যন্তরীণ ভারতের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখব।"

এর আগে কোম্পানি ৫ বছরের জন্য কলকাতা মেট্রোতে ইন-কোচ ডিজিটাল বিজ্ঞাপন চালানোর জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ অর্ডার পেয়েছে। কোম্পানি এলইডি স্ক্রিন ইনস্টল করছে এবং কলকাতা মেট্রো স্টেশন এবং কোচে বিনামূল্যে ওয়াইফাই প্রদানের পাশাপাশি কলকাতা মেট্রোর সমস্ত কোচের মধ্যে কনটেন্ট স্ট্রিমিং করবে।

ভারত ক্ষত্রিয় সমাজের রক্তদান শিবির সম্পন্ন

কলকাতা : নিউজ সারাদিন : কলকাতার ভবানীপুরে আজ এক বিশাল রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত শিবির ভারত ক্ষত্রিয় সমাজের তত্ত্বাধনে হয়েছিল। ভারত ক্ষত্রিয় সমাজের সহ-সভাপতি এবং ২৪ পরগনার তৃণমূল হিন্দি সেলের সভাপতি এবং মহেশতলা পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সত্যেন্দ্র সিং জানান, ১৫০ জন রক্ত দিয়েছেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক দেবাশীষ কুমার, বিধায়ক বিবেক গুপ্ত, জয়হিন্দ বাহিনীর কার্তিক ব্যানার্জি, রাজেশ সিনহা, বিজয় উপাধ্যায়, শচীন সিং।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারত ক্ষত্রিয় সমাজের সভাপতি রণধীর সিং, ট্রাস্টের সভাপতি রাজগিরি সিং, সাধারণ সম্পাদক মনোজ সিং এবং অনুষ্ঠান সমন্বয়কারী মনোজ কুমার সিং এবং অন্যান্য কর্মকর্তারা।

ভোট ফিরছে চা-বাগানে!

ধূপগুড়ির ফলে নতুন করে অঙ্ক কষছে তৃণমূল

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ধূপগুড়ি উপনির্বাচনে জয় মিলেছে। সেই সঙ্গে দেখা দিয়েছে আশার আলো। ভোটবাক্সের অঙ্ক বলছে চা-বলয়ে ভোট বেড়েছে তৃণমূলের। শতাংশের হিসাবে তা 'দারুণ' না হলেও, এই ফলাফল দেখেই চা বাগানের হারিয়ে যাওয়া ভোটব্যাঙ্ক ফেরাতে সচেষ্ট হচ্ছে তৃণমূল। প্রসঙ্গত, ধূপগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পাঁচটা চা-বাগান আছে। ধূপগুড়ির ফল নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, ধূপগুড়ি জেতা হয়েছে। কোথাও কোথাও এগিয়েছে, কোথাও বিজেপি ভোট পেয়েছে। আগামিদিনে ভোট পেতে সেটা দেখা হচ্ছে।কারবালা, বানারহাট, তোতাপাড়া, মোগলকাটা ও গেন্দাপাড়া। এই পাঁচটি চা-বাগানেই তৃণমূল কংগ্রেসের ভোট বেড়েছে। তবে ভোটের লড়াইয়ে চা-বাগানে এখনও এগিয়ে বিজেপি।

সূত্রের খবর, এর আগে যেমন চা বলয়ের শ্রমিকদের নিয়ে সমাবেশ করা হয়েছিল। এবার, সেইরকমই শ্রমিক সমাবেশ করা হতে পারে বলে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃতব সূত্রের খবর। ইতিমধ্যেই চা বাগানকে মাথায় রেখে আলিপুরদুয়ার থেকে জেলা সভাপতি প্রকাশ চিক বরাইককে রাজ্যসভার সাংসদ করা হয়েছে। তাতে চা বলয়ের ভোটারদের বার্তাও দিতে পেরেছে তৃণমূল। অন্যদিকে, পরিসংখ্যান বলছে ধূপগুড়ির বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেস এগিয়ে রয়েছে। এর মধ্যে বারোঘোরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় দুই হাজার লিড পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সূত্রের খবর, এখানে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব কাজ করে। বিজেপির বিক্ষুব্ধ হিসাবে একজন এখানে মনোনয়ন জমা দিয়েছিলেন। প্রার্থী নিয়ে তাদের তীব্র আপত্তি ছিল। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েছে শাসক দল। সংখ্যালঘু ভোট বড় ফ্যাক্টর হিসাবে কাজ করেছে গাদং-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে। সেই ভোট পুরোটাই গিয়েছে প্রায় শাসকদলের বাক্সে।

এছাড়া, মাগুরমারি গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেও ব্যাপক লিড পেয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। তবে তৃণমূল কংগ্রেস শিবির আশাবাদী, ধূপগুড়ি পুরসভা এলাকায় তাদের ভোট বেড়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে পুরসভা ভিত্তিক ফল বিন্যাসে দেখা গিয়েছিল ১৬ ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস মাত্র ২টি ও বিজেপি ১৪টি ওয়ার্ডে এগিয়ে ছিল। ২০২২ সালে বিজেপি চার ওয়ার্ডে ও তৃণমূল কংগ্রেস ১২ ওয়ার্ডে এগিয়ে যায়। তবে এই পুনর্নির্বাচনে বিজেপি ৭ ও তৃণমূল কংগ্রেস ৯ আসনে এগিয়ে আছে।

পিডব্লুডি'র রাস্তায় বেআইনি টোল আদায়!

প্রশ্নের মুখে বসিরহাট পুরসভা

বসিরহাট: নিউজ সারাদিন : পিডব্লুডির রাস্তায় পণ্যবাহী গাড়ি আটকে পুরসভার নাম করে দেদার নেওয়া হচ্ছে ট্যাক্স। পোশাকি নাম, 'ডেভেলপমেনট ফি'। রীতিমতো রসিদ ছাপিয়ে পুরসভার অফিশিয়াল স্ট্যাম্প ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে চলছে এই কারবার। কী এই ডেভেলপমেন্ট ফি? কেনই বা নেওয়া হচ্ছে? এই প্রশ্ন উঠলেই অবশ্য মুখে কুলুপ বসিরহাট পুরসভার চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে স্থানীয় বিধায়ক - সকলের। ফলে, প্রশ্নের উত্তর অধরাই স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে।

পাশাপাশি, এই পিডব্লুডি'র রাস্তা থেকে পুরসভা টোল আদায় করতে পারে কি না, সেই প্রশ্নও তুলে দিয়েছেন বসিরহাট পুরসভার বাসিন্দাদের একাংশ। এনিয়ে অবশ্য বসিরহাট পুরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর প্রতিক্রিয়া মেলেনি। টোল আদায়ের বিষয়টি সরাসরি না হলেও কার্যত ঠারেঠোরে স্বীকার করে নিয়েছেন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাস্তার জীর্ণ দশা নিয়ে তিনি বলেন, "ইতিমধ্যেই মার্টিন বার্ন রোডের টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। ১৮ কোটি টাকার টেন্ডার হয়েছে। খুব শীঘ্রই কাজ শুরু হবে। টাকি রোডের কাজ টেন্ডার প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে।" একই সুর শোনা গেল বসিরহাট পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুবীর সরকারের গলাতেও। সেই সঙ্গে বেহাল রাস্তার কাজ পুজোর আগেই শুরু হবে বলে আশ্বাস তাঁর। রাস্তা সারাইয়ের সিদ্ধান্ত হলেও 'উন্নয়ন ফি' বাবদ টাকা কোথায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে, তার সদুত্তর দিতে পারছেন না কেউ।অথচ রাস্তার উন্নয়নের নামে কর নেওয়া হলেও সেই রাস্তার জীর্ণ দশা কহতব্য নয়। বর্ষার মরশুমে তার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। এমনটাই অভিযোগ বসিরহাটবাসীর। কীভাবে পিডব্লুডির রাস্তা আটকে পুরসভা টোল আদায় করতে পারে, সেই প্রশ্নের পাশাপাশি শহর বসিরহাটজুড়ে বেহাল রাস্তা নিয়েও সরব হয়েছেন মানুষজন। অভিযোগ, টাকি রোড থেকে যে রাস্তা ইটিন্ডা রোডে মিশেছে, এই দুই রাস্তার সংযোগকারী রাস্তায় বসানো হয়েছে টোল। একইভাবে সমান্তরাল ইটিন্ডা রোড ও টাকি রোডের সংযোগকারী আরও একটি রাস্তা থেকে টোল আদায় করছে পুরসভার নিযুক্ত কর্মীরা। ২০ টাকা থেকে ৫০ টাকা বা তার বেশি, পণ্যবাহী গাড়ি থেকে বেছে বেছে চলছে এই টোল আদায়। একই সঙ্গে অভিযোগ, বসিরহাট পুরসভা জুড়ে রাস্তার বেহাল অবস্থা। কোথাও বড় বড় গর্ত, তো কোথাও রাস্তায় ধস। বৃষ্টি হলে রাস্তা না জলাশয়, তা বোঝা দায়। প্রশ্ন উঠছে, টোল আদায়ের পরও কেন রাস্তার এই বেহাল অবস্থা?

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

কয়েক জনকে ধরছেন, বাকিরা তো আকাশে উড়ছে'! ফের আদালতের প্রশ্নের মুখে সিবিআই

জনকে ধরছে না। আপনাদের জন্য বাকিরা তো আকাশে উড়ছে!" প্রসঙ্গত, এই প্রথম নয়, এর আগেও নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে একাধিকবার বিচারকের প্রশ্নের মুখে পড়েছে সিবিআই।দীর্ঘ এই সময়ের মধ্যে বারংবার জামিন চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন নেতা। তবে প্রভাবশালী তত্ত্বে মেলেনি সুরাহা। আর এবার নয়া যুক্তি খাড়া করে জামিনের আরজি নিয়ে হাজির প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার জামিনের আবেদনের শুনানিতে সিবিআই বলে, "নিয়মের ভেঙে একাধিকবার মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ততকালীন সভাপতি তথা নিয়োগ দুর্নীতির অন্যতম অভিযুক্ত কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়াদ বাড়িয়েছেন এই পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ঠিক কী কারণে তার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছিল সেই সম্পর্কে সঠিক তথ্য নেই। আর শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে সেই দফতরের সমস্ত বিষয় পার্থ দেখতেন। তাই উনি দায় এড়িয়ে যেতে পারেন না।"

এদিকে পাল্টা পার্থের আইনজীবী বলেন, "পার্থ চট্টোপাধ্যায় বা কল্যাণময় বলে নয়। শিক্ষকদের বয়স ৬০ থেকে ৬২ এবং পরবর্তী কালে ৬৫ করার সিদ্ধান্ত সরকারই নিয়েছিল।" তার মক্কেলের জামিনের বিরোধিতা করে যে অভিযোগ করা হয়েছে, সেটা সরকারেরই সিদ্ধান্ত ছিল। তাহলে তার জামিন কেন আটকে থাকবে!

পার্থের আইনজীবী আরও বলেন, "পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কল্যাণময়ের মেয়াদ বৃদ্ধির অভিযোগ আনা হলেও সেই সময় তো শুধু ওর মেয়াদ বাড়ানোহয়নি। অনেকের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। ওই একজনের যুক্তিতে জামিনের বিরোধিতা করা যায় না।"

গান্ধীজীর কালজয়ী আদর্শ আমাদের বিশ্বজুড়ে সম্প্রীতি, সমন্বিত ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার যৌথ প্রয়াসকে পথ দেখায় : প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ পবিত্র রাজঘাটে জি২০ গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। শ্রী মোদী বলেন, গান্ধীজীর কালজয়ী আদর্শ আমাদের বিশ্বজুড়ে সম্প্রীতি, সমন্বিত ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার যৌথ প্রয়াসকে পথ দেখায়। এক্স পোস্টে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন:

"পবিত্র রাজঘাটে জি২০ পরিবার মহাত্মা গান্ধীকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে। গান্ধীজী হলেন শান্তি, সেবা, পরদুঃখকাতরতা এবং অহিংসার মূর্ত প্রতীক। বিভিন্ন দেশ আজ যখন এক জায়গায় মিলিত হয়েছে, তখন গান্ধীজীর কালজয়ী আদর্শ আমাদের বিশ্বজুড়ে সম্প্রীতি, সমন্বিত ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার যৌথ প্রয়াসকে পথ দেখাচ্ছে।"

নৈশভোজে সবুজ সিল্ক শাড়িতে ভারতীয় ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা জাপানের 'ফার্স্ট লেডির'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কথায় বলে 'যস্মিন দেশে যদাচার'! গত কাল অর্থাত শনিবারের, নৈশভোজে যেন সেই আপ্তবাক্য মেনেই এসেছিলেন জাপানের ফার্স্ট লেডি ইয়ুকো কিশিদা। পরনে ভারতের ঐতিহ্যশালী সবজু সিল্ক শাড়ি । শাড়ির মধ্যে ছিল সোনালি কারঃকাজ। ইন্টারন্যাশনাল মনিটরি ফান্ডের এমডি, ক্রিস্তালিনা জর্জিভা যেমন এসেছিলেন সালোয়ার কামিজে। 'পার্পল' রংয়ের সালোয়ার কামিজের সঙ্গে 'বেজ' রংয়ের ওড়নায় একেবারে অন্য রকম লাগছিল তাঁকে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাপোসার স্ত্রী, সেপো মোস্তেফ আবার সেজেছিলেন ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাকে। মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী স্ত্রী কবিতা জুগনউথকে জমকালো শাড়িতে দুর্দান্ত দেখাচ্ছিল। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেছে নিয়েছিলেন বাংলা-তথা ভারতের ঐতিহ্যশালী শাড়ি। সঙ্গে মানানসই মুক্তোর হার। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের স্ত্রী অক্ষতা মূর্তি অবশ্য শাড়ি বা সালোয়ার কামিজ পরেননি। কিন্তু তাঁর পোশাকে ঐতিহ্যের ছোঁয়া স্পষ্ট ছিল। প্রসঙ্গত, এ দিন, রবিবার ভোরবেলা স্ত্রীকে নিয়ে অক্ষরধাম মন্দির-দর্শনে বেরিয়ে পড়েন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার জন্য মন্দির চত্বর-সংলগ্ন এলাকা জুড়ে আঁটসাঁট সুরক্ষা বলয় তৈরি করা হয়। পুজো দিয়ে সোজা রাজঘাটে পৌঁছে যান ঋষি। তিনি যে মন্দির-দর্শনে যেতে ইচ্ছুক, সে কথা গত কালই সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছিলেন। সঙ্গে বলেন, 'হিন্দু পরিচয় নিয়ে আমি গর্বিত। এভাবেই বড় হয়েছি, এটাই আমি। আসা করব, আগামী যে কয়েকদিন এখানে রয়েছি তার মধ্যে মন্দির-দর্শনে যেতে পারব। কিছু দিন আগেই রাখীবন্ধন ছিল। সুতরাং আমার বোন ও কাজিনদের থেকে সবকটি রাখিও পেয়েছি', বলেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী। তবে তিনি যে জন্মাষ্টমী উদযাপনের সময় পাননি, সে কথাও জানিয়েছিলেন ঋষি। মন্দির-দর্শন করে সেই আক্ষেপই মেটাতে চান, দেন সেই বার্তাও। তার পর রবিবার ভোরের অক্ষরধাম-যাত্রা।রাষ্ট্রপতির তরফে আয়োজিত নৈশভোজে ভারতীয় সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খাবারের মধ্যে ছিল ফোর-কোর্স মিল। একাধিক বাজরার পদ ছিল তালিকায়, খবর সূত্রে। সেই অনুষ্ঠানে ভারতীয় ঐতিহ্যকে সম্মান জানিয়ে সবুজ সিল্কের শাড়ির সঙ্গে মানানসই ম্যাজেন্টা রংয়ের ব্লাউজ পরেন জাপানের ফার্স্ট লেডি। সঙ্গে ছিল ছোট টিপ। হাতে একটি 'ক্লাচ'-ও নিয়েছিলেন। 'লুক'-এর মধ্যে যেন কোনও খামতি না থাকে তা নিশ্চিত করতে পরিপাটি করে সেজেছিলেন ইয়ুকো কিশিদা। 'ভারতীয় মণ্ডপম'-এ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বামী ফুমিও কিশিদাকে নিয়ে ছবিও তোলেন তিনি। তবে শুধু জাপানের ফার্স্ট লেডি নন। গত কালের নৈশভোজের জন্য বিদেশিনী অভ্যাগতদের অনেককেই ভারতীয় পোশাক বেছে নিয়েছিলেন।

জি-২০ শীর্ষ সম্মেলনের ৩য় অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের বঙ্গানুবাদ

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : মহামান্য রাষ্ট্রপতি, উপস্থিত মহামান্য রাষ্ট্রপ্রধানগণ,

গতকাল আমরা 'ওয়ান আর্থ অ্যান্ড ওয়ান ফ্যামিল্লি বাওএক পৃথিবী , এক পরিবার' শীর্ষক অধিবেশনে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমি সন্তুষ্ট যে আজ জি-২০ এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যতের ধারণা নিয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী উদ্যোগের একটি অভূতপূর্ব মঞ্চে পরিণত হয়েছে। এখানে আমরা এমন একটি ভবিষ্যতের কথা বলছি, যেখানে আমরা 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এর বাইরে গিয়ে 'গ্লোবাল ফ্যামিলি' বা 'বিশ্ব পরিবার'কে বাস্তবায়িত হতে দেখছি। এমন একটি ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে যেখানে শুধু সংশ্লিষ্ট দেশগুলির স্বার্থই জড়ায় নি, হৃদয়ের বন্ধনও তৈরি হয়েছে। আমি জিডিপি কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে মানব কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি ক্রমাগত আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজ ভারতের মতো অনেক দেশের কাছেই এমন অনেক কিছু আছে যা আমরা গোটা বিশ্বের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারি। ভারত মানবজাতির স্বার্থে চন্দ্রযান মিশনের তথ্য সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার কথা বলেছে, এটিই আমাদের হিউম্যান সেন্ট্রিক গ্রোথ বা মানব কেন্দ্রিক বিকাশের প্রতি আমাদের অঙ্গীকারের প্রমাণ। ভারত প্রযুক্তিকে ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেনট বা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং লাস্ট মাইল ডেলিভারি বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেছে। আমাদের ছোট ছোট গ্রামে বসবাসকারী ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র ব্যবসায়ীও আজ ডিজিটাল মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করছেন। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে ভারতের সভাপতিত্বে ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাসট্রাকচার-এর জন্য একটি মজবুত কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সকলে সম্মত হয়েছেন। একইভাবে "জি২০ প্রিন্সিপ্যালস অন হারনেসিং ডেটা ফর ডেভেলপমেন্ট" বা উন্নয়নের খাতিরে তথ্য ব্যবহার করার অনুকূলে জি২০ নীতিগুলিও গৃহীত হয়েছে। গ্লোবাল সাউথের উন্নয়নের জন্য "ডেটা ফর ডেভেলপমেন্ট ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ইনিশিয়েটিভ"-কে চালু করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। ভারতের সভাপতিত্বে 'স্টার্টআপ ২০ এনগেজমেন্ট গ্রুপ' গঠনও একটি বড় পদক্ষেপ। বন্ধুগণ, আজ আমরা নতুন প্রজন্মের উপযোগী প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে অকল্পনীয় "স্কেল অ্যান্ড স্পীড"বা পরিমাণ এবং গতির সাক্ষী হচ্ছি। আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা কৃত্রিম মেধার উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে। ২০১৯ সালে জি২০তে "প্রিন্সিপলস অন এআই" বা কৃত্রিম মেধা ব্যবহার সংক্রান্ত নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। আজ আমাদের এক্ষেত্রে আরও এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আমার পরামর্শ হল এখন আমাদের "রেসপনসিবল হিউম্যান সেন্ট্রিক এআই গর্ভন্যান্স' বা দায়িত্বশীল মানবকেন্দ্রিক কৃত্রিম মেধা ব্যবস্থাপনার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করা উচিত। এই বিষয়ে ভারত তার নিজস্ব পরামর্শ দেবে। আমরা চেষ্টা করবো যাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, গ্লোবাল ওয়ার্ক ফোর্স এবং গবেষণা ও উন্নয়নের মতো ক্ষেত্রগুলিতে সমস্ত দেশ যেন কৃত্রিম মেধা ব্যবহার করে উপকৃত হয়।

বন্ধুগণ,

আজ অন্যান্য কিছু জ্বলন্ত সমস্যাও আমাদের বিশ্বের সামনে রয়েছে, যেগুলি আমাদের প্রত্যেক দেশের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয়কেই প্রভাবিত করছে। সাইবার নিরাপত্তা এবং ক্রিপ্টো কারেন্সির ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলির সঙ্গে আমরা পরিচিত। ক্রিপ্টো কারেন্সি আমাদের প্রত্যেকটি দেশে সামাজিক কাঠামো, আর্থিক এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার ক্ষেত্রে একটি নতুন বিষয় হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। সেজন্য আমাদের ক্রিপ্টো কারেন্সিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য আন্তর্জাতিকস্তরে কিছু মান নির্ধারণ করতে হবে। সামনে 'বাজেল স্ট্যান্ডার্ডস অন ব্যাঙ্ক রেগুলেশন'-কে আমরা অনুসরণ করতে পারি। এই লক্ষ্যে যত দ্রুত সম্ভব কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ ধরনের সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং ফ্রেমওয়ার্ক-এর প্রয়োজন রয়েছে। সাইবার জগত থেকে সন্ত্রাসবাদ নতুন মাধ্যমে অর্থ বিনিয়োগের নতুন নতুন পদ্ধতি খুঁজে পাচ্ছে। এটি প্রত্যেক দেশের নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যখন আমরা প্রত্যেক দেশের নিরাপত্তা এবং প্রত্যেক দেশের সংবেদনশীলতাকে বিবেচনা করবো তখনই আমরা "ওয়ান ফিউচার" বা এক ভবিষ্যতের মনোভাবকে শক্তিশালী করে তুলতে পারবো।

বন্ধুগণ, বিশ্বকে একটি উন্নত ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাগুলি যাতে বর্তমান সময়কালের চাহিদা পূরণ করতে পারে সেদিকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এর একটি আদর্শ উদাহরণ। যখন রাষ্ট্রসংঘ স্থাপন করা হয়েছিল সেই সময়কাল আজকের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। সেই সময় রাষ্ট্রসংঘে ৫১টি দেশ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিল। আজ রাষ্ট্রসংঘে যোগদানকারী দেশের সংখ্যা প্রায় ২০০। তা সত্ত্বেও আজও রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য সংখ্যা বদলায়নি। তখনকার তুলনায় আজকের পৃথিবী সমস্ত দিক দিয়ে বদলে গেছে। পরিবহন ব্যবস্থা থেকে শুরু যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিটি ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন এসেছে। এই নতুন বাস্তবতা ও আমাদের নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাতেও প্রতিফলিত হওয়া উচিত। এটাই প্রকৃতির নিয়ম, যে ব্যক্তি বা সংস্থা সময়ের সঙ্গে নিজেকে বদলাতে পারে না সে নিজের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে। আমাদের খোলা মনে ভাবনাচিন্তা করতে হবে যে কী কারণে বিগত বছরগুলিতে অনেক আঞ্চলিক ফোরাম গড়ে উঠেছে আর সেগুলি যে বেশি কার্যকর, তা প্রমাণিতও হচ্ছে। বন্ধুগণ,

আজ প্রতিটি আন্তর্জাতিক সংস্থাকে তাদের প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধির খাতিরে রিফর্ম বা সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা মেনে নিতে হবে এবং সংস্কার করতে হবে। এই ভাবনা নিয়ে আমরা গতকালই আফ্রিকান ইউনিয়নকে জি২০র স্থায়ী সদস্য করার ঐতিহাসিক উদ্যোগ নিয়েছি। এভাবে আমাদের "মাল্টি ল্যাটারেল ডেভেলপমেন্ট" ব্যাঙ্কগুলির কাজের ক্ষেত্রকে সম্প্রসারিত করতে হবে। এই লক্ষ্যে আমাদের সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ যতটা দ্রুত হওয়া প্রয়োজন ততটাই কার্যকরী হওয়া প্রয়োজন। বন্ধুগণ,

দ্রুত গতিতে পরিবর্তিত বিশ্বে আমাদের ট্রান্সফরমেশন বা রূপান্তরের পাশাপাশি সাসটেইনেবিলিটি বা সুস্থায়ী এবং স্টেবিলিটি বা স্থায়িত্বের ততটাই প্রয়োজন রয়েছে। আসুন আমরা সবাই শপথ নিই যে "গ্রীণ ডেভেলপমেন্ট ফ্যাক্ট, অ্যাকসেন প্ল্যান অন এসডিজিস, হাই লেভেল প্রিন্সিপ্যালস অন অ্যান্টি কোরাপশন, ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাসট্রাকচার এবং "মাল্টি ল্যাটারেল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক" গুলির সংস্কারের ক্ষেত্রে আমাদের সংকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করতে পারব।

জানুয়ারির ২২ তারিখ কি উদ্বোধন রামমন্দিরের

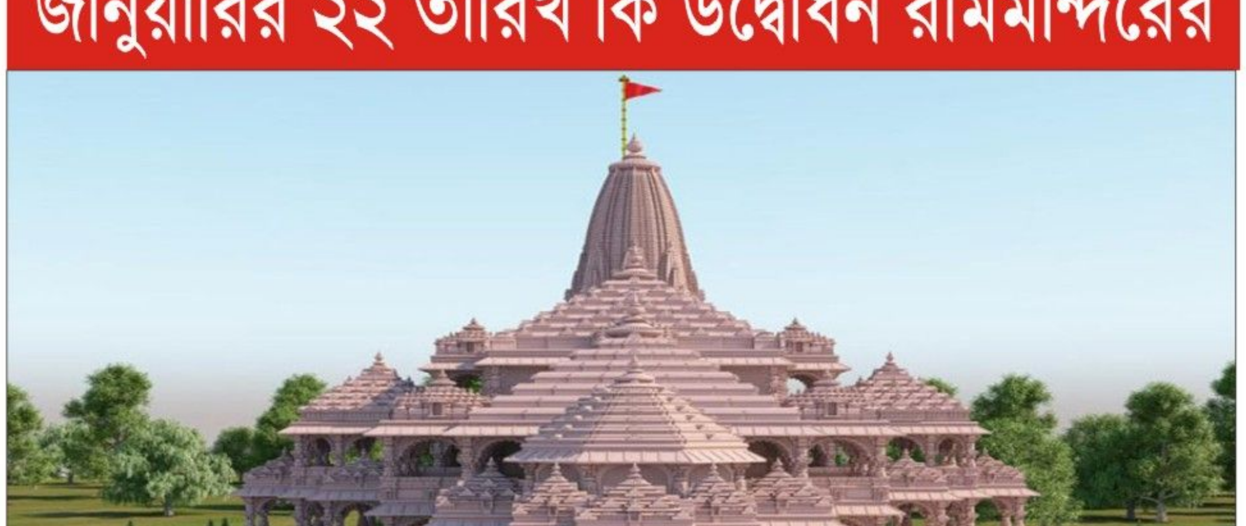

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রামমন্দির উদ্বোধনের দিন ঘিরে জল্পনা শুরু হল দিল্লিতে। যা উস্কে দিল লোকসভা নির্বাচনের জল্পনাকে। সূত্রের মতে আগামী ২১ থেকে ২৪ জানুয়ারির মধ্যে কোনও একটি 'শুভ' দিনে ওই মন্দিরের উদ্বোধন করবেন নরেন্দ্র মোদী। যে মন্দির নির্মাণকে সামনে রেখে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে হিন্দু ভোটের মেরুকরণের লক্ষ্য নিয়ে রেখেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। বিরোধীদের মাত করতে লোকসভার আগে হিন্দুত্বের আবেগকে উস্কে দিতে রামমন্দিরের তাসকে ব্যবহারের লক্ষ্য নিয়ে রেখেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। দলের লক্ষ্য হল লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগে রামমন্দির উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে দেশে উন্মাদনা তৈরি করা। কিন্তু রামমন্দির প্রতিষ্ঠার পরে উন্মাদনা আর থাকবে কি না-সেই সংশয় অবশ্য রয়েছে। আগামী জানুয়ারি মাসেই রামমন্দির উদ্বোধনের পরিকল্পনা নিয়ে রেখেছিল নরেন্দ্র মোদী সরকার। দিল্লিতে যখন আজ জি২০-এর রাষ্ট্রপ্রধানেরা বৈঠকে বসেছেন, তখন রামমন্দিরের উদ্বোধনের চূড়ান্ত দিনক্ষণ স্থির করতে অযোধ্যায় বৈঠকে বসেন রাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র ট্রাস্টের কর্তারা। সূত্রের মতে, ওই বৈঠকেই ঠিক হয় আগামী ২১-২৪ জানুয়ারির মধ্যে কোনও একটি শুভ দিনে ওই মন্দিরের উদ্বোধন করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। তবে রামলালার মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়ে যাবে ১৪ জানুয়ারি থেকেই। একটি সূত্রের মতে, সম্ভবত ২২ জানুয়ারি দিনটিকেই চূড়ান্ত করার কথা ভাবা হয়েছে। ওই উদ্বোধনের পরেই অন্তর্বর্তী বাজেট হওয়ার কথা। তার পরেই লোকসভার ভোট ঘোষণা করার পরিকল্পনা নিয়ে রেখেছে নির্বাচন কমিশন।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৫১ সংখ্যা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ সোমবার ২৪ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

মধ্যরাতে বোসের 'পত্রবাণ' কাকে লক্ষ্য করে? জল্পনা অনেক

শনিবার মধ্যরাতে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে চিঠি পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। চিঠি গিয়েছে মুখবন্ধ খামে। রাজভবনের পক্ষে স্পষ্ট করেই জানানো হয়েছে চিঠির বিষয় 'গোপনীয়'। যে কোনও গোপন বিষয় নিয়েই যেমন জল্পনা বেশি হয়, তেমনটা এই ক্ষেত্রেও। মধ্যরাতে তিনি 'অ্যাকশন' নিতে চলেছেন বলে আগেভাগেই জানিয়ে রেখেছিলেন বোস। ফলে কৌতূহল তৈরি হয়ে যায়। বিকাশ ভবন বনাম রাজভবনের চলতি সংঘাত নিয়েই যে 'অ্যাকশন', শনিবার সকালে তা-ও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন রাজ্যপাল। দুপুরে 'যুদ্ধের আগুনে ঘি' ঢালেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। ব্রাত্য তাঁর 'এক্স' হ্যান্ডলে 'রক্তচোষা' বলে আক্রমণ করেন। যদিও রাজ্যপালের নাম নেননি তিনি। তবে শনিবার মধ্যরাতকে 'রাক্ষস প্রহর' বলে তকমা দিয়ে, তার জন্য তিনি অপেক্ষায় রয়েছেন বলে লেখেন ব্রাত্য। শনিবার রাতে রাজ্যের রাজনৈতিক নেতারাও মুখে কুলুপ এঁটে ছিলেন। আসলে তাঁদের কাছেও বিষয়টা স্পষ্ট ছিল না। একটা মহল এমনটাও বলতে শুরু করে যে, রাজ্যপাল নিযুক্ত অন্তর্বর্তিকালীন উপাচার্যদের নিরাপত্তা চেয়ে নবান্ন এবং দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে চিঠি পাঠিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু সেই সম্ভাবনাও ক্ষীণ। কারণ, নিরাপত্তাহীনতার কথা বলেছিলেন বোস নিযুক্ত রবীন্দ্রভারতী এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শুভ্রকমল মুখোপাধ্যায়। আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় তিনি রবীন্দ্রভারতীতে যেতে পারছেন না বলে অভিযোগ তুলে বাড়ি থেকে কাজ করছিলেন। যদিও তিনি পরে দুই বিশ্ববিদ্যালয়েই যাওয়া শুরু করেছেন। রবিবার শুভ্রকমলকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি আনন্দবাজার অনলাইনকে বলেন, 'রাজ্যপাল কী নিয়ে চিঠি লিখেছেন তা জানি না। সোমবার হয়তো জানা যাবে। তবে আমি নিরাপত্তার অভাব এখন আর বোধ করছি না।'

এর পরে তৃতীয় জল্পনা তৈরি হয় তাঁর সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘাতে জড়িয়ে পড়া শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্যের বিরুদ্ধে কোনও সুপারিশ করেই কি মাঝরাতের জোড়া চিঠি? সেই জল্পনায় স্পষ্ট উত্তর না-মিললেও কুণাল এবং শমীকের বক্তব্যে তার ইঙ্গিত রয়েছে। রবিবার আনন্দবাজার অনলাইনকে কুণাল বলেন, 'রাজ্যপাল তো রাত জাগতে চাইছেন। নিশাচরীয় পদক্ষেপ করছেন। যা স্বাভাবিক নয়। কবি বলে গিয়েছেন, 'জাগরণে যায় বিভাবরী, আঁখি হতে ঘুম নিল হরি'। অর্থাৎ, ব্রাত্য ওঁর ঘুম কেড়ে নিয়েছেন।' আবার শমীকের বক্তব্য, 'রাতে যখন 'দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে আছে পাড়া', তখন ব্রাত্যের দুয়ারে কে কড়া নাড়ছেন?'

কিন্তু একটি রাজ্যের নির্বাচিত সরকারের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কী-ই বা ব্যবস্থা নিতে পারেন রাজ্যপাল? মন্ত্রিসভায় কে থাকবেন, কে থাকবেন না তা তো একমাত্র মুখ্যমন্ত্রীই ঠিক করতে পারেন। তাতে রাজ্যপালের স্বাক্ষর প্রয়োজন হলেও তা রদবদলের ক্ষমতা কি আদৌ রয়েছে রাজ্যপালের? আর সেটা চাইলে দিল্লিকেই বা চিঠি পাঠাবেন কেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা বিজেপি নেতা তথাগত রায় বলেন, 'সাধারণ ভাবে রাজ্যপাল এমন কিছু করতে পারেন না। কিন্তু যদি কোনও মন্ত্রী একেবারে প্রকাশ্যে বা সন্দেহাতীত ভাবে কোনও বেআইনি আচরণ করেন এবং সরকার কোনও পদক্ষেপ না করে, তবে রাজ্যপাল যে একেবারে ক্ষমতাহীন হয়ে বসে থাকবেন এমনটাও নয়। শুধু সংবিধান পড়লেই হবে না, এই বিষয়ে কোনও আদালতের রায় রয়েছে কি না সেটাও দেখতে হবে।'

এই আবহই ইঙ্গিত দিচ্ছে, রাজ্যপাল বর্ণিত 'অ্যাকশন' ব্রাত্য তথা শিক্ষা দফতরের বিরুদ্ধেই হয়ে থাকতে পারে। এ নিয়ে কোনও মহল থেকে কোনও ঘোষণা না থাকলেও, রাজ্যপালের জোড়া পত্রবাণের লক্ষ্য কে, সেই জল্পনায় সবচেয়ে বেশি উঠে আসছে ব্রাত্যের নাম। তেমন ইঙ্গিত মিলছে তৃণমূল বা বিজেপি মুখপাত্রদের কথাতেও। রবিবার আনন্দবাজার অনলাইনকে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ এবং বিজেপির মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্যের মুখেও এসেছে শিক্ষামন্ত্রীর নাম।

আনন্দ এবং ব্রাত্য, দুই বোসের সংঘাত গড়াচ্ছে অনেক দিন ধরেই। যা মূলত উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে। এ নিয়ে ব্রাত্য বিভিন্ন অভিধা দিয়ে আক্রমণ করেছেন বোসকে। তবে সেটা অন্য মাত্রা পায় শনিবার। রাজ্যপাল মধ্যরাতে 'অ্যাকশন' নেবেন বলে হুঁশিয়ারি দেওয়ার পরে ব্রাত্য লিখেছিলেন, 'মধ্যরাত পর্যন্ত দেখুন, অ্যাকশন দেখুন।' তার পরেই ব্রাত্য লেখেন, 'সাবধান! সাবধান! সাবধান! শহরে নতুন রক্তচোষা (ভ্যাম্পায়ার) এসেছে। নাগরিকেরা দয়া করে সতর্ক থাকুন। ভারতীয় পুরাণ অনুযায়ী, 'রাক্ষস প্রহরের' জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে আছি।' এর পরেই রাতে রাজ্যপালের জোড়া চিঠি। আর সেই কারণেই ব্রাত্যের নাম বেশি করে আসছে জল্পনায়। তবে ব্রাত্যের 'বোমা'র পর বিকেলে রাজভবনে গিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁর কী কথোপকথন হয়েছিল, তা অবশ্য কোনও পক্ষ থেকেই খোলসা করা হয়নি। রাজ্যপালের 'অ্যাকশন' নেওয়ার আগাম ঘোষণা শুনে ধরে নেওয়া হয়েছিল, আবার কোনও প্রকাশ্য বার্তা দেবেন বোস। যেমন গত কিছু দিন ধরে প্রায়শ দিয়ে চলেছেন তিনি। মধ্যরাতের অপেক্ষায় ছিল শিক্ষা থেকে রাজনীতি সব মহলই। শনিবার মধ্যরাতের আট মিনিট আগেই, ১১টা ৪২ মিনিটে একটি সংক্ষিপ্ত এবং 'রহস্যজনক' বিবৃতি দেয় রাজভবন। তাতে বলা হয়, 'পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল দু'টি গোপনীয় চিঠিতে সই করে আজ রাতে মুখবন্ধ করে একটি নবান্নে ও একটি দিল্লিতে পাঠিয়েছেন।'

রাজভবনের এই বার্তাতেই ছিল ধোঁয়াশা। নবান্নের চিঠি তিনি রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন বলে ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু 'দিল্লি' বলে তিনি কী বোঝাতে চেয়েছেন? রাজ্যপালের নিয়োগকর্তা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তিনি দিল্লির রাইসিনা হিলসের বাসিন্দা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও দিল্লির বাসিন্দা। আবার যদি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কোনও বিষয় হয়ে থাকে তবে দিল্লির বাসিন্দা অমিত শাহকেও চিঠি দিয়ে থাকতে পারেন। কিন্তু রাজভবন শুধু 'দিল্লি' বলায় সেটি রাষ্ট্রপতি ভবন না কি কেন্দ্রীয় সরকার, তা নিয়েও ধোঁয়াশা থেকে যায়।

প্রথমেই জল্পনা তৈরি হয়, সংঘাতের আবহে রাজ্যপাল কি বাংলার দায়িত্ব থেকে মুক্তি চাইছেন? তবে তিনি ইস্তফাপত্র পাঠাতেই পারেন দিল্লিতে। তবে সেটা সাধারণ নিয়ম মেনে যাবে রাষ্ট্রপতি ভবনে। তা-ও আলাদা করে উল্লেখ করা ছিল না। আবার সেটাই সত্যি হলে সেই চিঠি নবান্নে পাঠাবেন কেন? তা ছাড়া, তিনি যে ভাবে সংঘাত চালাচ্ছেন তাতে ইস্তফা দেওয়ার মতো সিদ্ধান্তই বা নিতে যাবেন কেন? তাতে তো সরকারের কাছে নতিস্বীকার করা হয়ে যায়। তিনি যে তেমনটা চান না সেটাও একের পর এক পদক্ষেপে বুঝিয়ে দিতে চাইছেন। তিনি যে সমঝোতার পথেও হাঁটতে চান না সেটা বোঝাতেই তো মধ্যরাতে 'অ্যাকশন' নেওয়ার কথা বলেছিলেন। শনিবার সকালে বলেছিলেন, 'আজ মধ্যরাতের জন্য অপেক্ষা করুন। অ্যাকশন কাকে বলে দেখতে পাবেন।'

কিন্তু ইস্তফা তো কোনও 'অ্যাকশন' হতে পারে না!

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

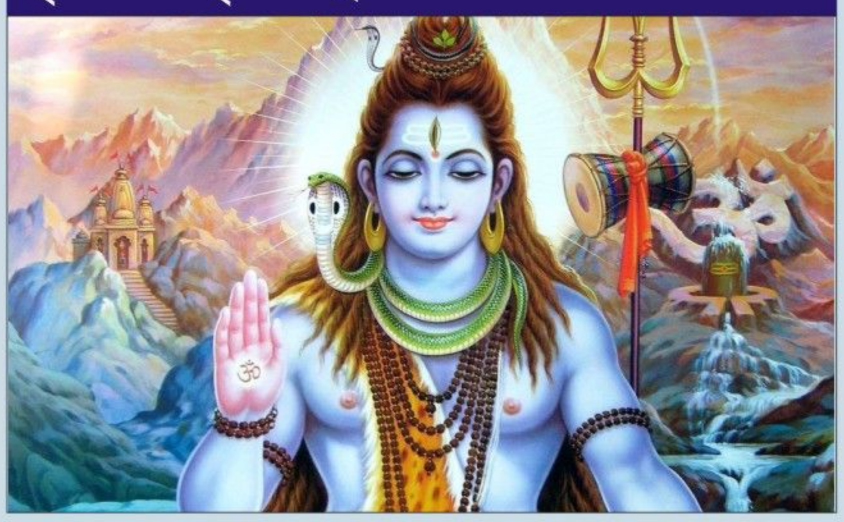

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শিব জানায়, সে নিজেই নিজের প্রপিতামহ। কেন বলেছিলেন জানেন, সে কথায় অনুসন্ধানে যা বেরিয়ে এলে সেটি আপনাদের সামনে পরিবেশন করছে! ব্রহ্মা ও বিষ্ণু যখন যুদ্ধ করছেন এমন সময় একটি জ্যোতির্ময় লিঙ্গের আবির্ভাব হল। সেই লিঙ্গের আদি বা অন্ত ছিল না। বিষ্ণু বললেন, 'হে ব্রহ্মা, যুদ্ধ থামাও। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

সৃষ্টিকে রক্ষা বা পূর্ণতা প্রদানের জন্য তাঁকে দেহ ধারণ করে সাকার রূপ পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে অবতরণ করতে হয়। এইরূপ ছয়টি স্তরে ঈশ্বরের অবতরণ বা অবতার রূপ আছে। কৃষ্ণ, বামন, নরসিংহ, রাম ঈশ্বরের অবতার রূপ। ঈশ্বরের দুটি লীলা একটি সৃষ্টি লীলা, অপরটি অবতাররূপে মধুর খেলা। সৃষ্টির ধ্যানে ঈশ্বর যখন মগ্ন থাকেন, তখন তিনি নিরাবয়ব। সৃষ্টি আরম্ভ হলেই তিনি সাকার হন ও দেহ ধারণ করেন। তখনই দেহধর্ম পালনের জন্য জন্ম ও মৃত্যু অবধারিত হয়।

এভাবেই শ্রীকৃষ্ণ অধর্ম ও দুর্জনের বিনাশের জন্য দ্বাপর যুগে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে বসুদেব ও দেবকীর ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাই শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলেই হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ বিশ্বাস করেন। ঈশ্বর ও ভগবান সমার্থক হওয়ায় কৃষ্ণকে ভগবান ডাকা হয়। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে কৃষ্ণের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণ চরিত্রটি খুবই বৈচিত্র্যময়। ঈশ্বর হয়েও মানুষের প্রয়োজন তিনি দেহ ধারণ করেছিলেন। মানুষের মাঝে আদর্শ পুরুষের প্রতিভূরূপে তাঁর জীবন বিধৃত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের ১০৮টি নাম। মানুষের জন্য তিনি যে ধর্ম দিয়েছেন তা রক্ষার জন্য মানুষের দেহ ধারণ করে তিনি পৃথিবীতে বারবার আসেন। মূলত যোগ, কর্ম, জ্ঞান এবং ভক্তি এ চারটিই হিন্দু ধর্মের পথ। কর্ম হিসেবে সকাম এবং নিষ্কাম এ দুভাগে বিভক্ত। সকাম ভোগের পথ, আর নিষ্কাম ত্যাগের পথ। ভোগ হল প্রবৃত্তি মার্গ আর ত্যাগ হল নিবৃত্তি মার্গ। ঋগ্বেদে একাধিক দেব-দেবীর উল্লেখ পাওয়া গেলেও অতি প্রাচীনকাল থেকে হিন্দুধর্মে একেশ্বরবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। তবে বৈদিক যুগের পর পৌরাণিক যুগের এ ধর্মে বহু দেব-দেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে। পুরাণে ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালন কর্তা শিব সংহারকর্তা। পরম সত্তাকে হিন্দু ধর্মে এক পরম পুরুষরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

Lord Ganesha images, Sri Ganesh, Ganesh, Ganesha, Ganpati, Gajavaktra [West says The Elephant God of India]

ঈশ্বর হলেন পুরুষোত্তম। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। ঈশ্বর ভগবান। ঈশ্বর অন্তবর্তী হলেও অতিবর্তী। তিনি পরম সুন্দর। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই রক্ষক, তিনিই ত্রাণকর্তা। হিন্দুধর্মে একেশ্বরবাদ, অদ্বৈতবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, অবতারবাদ ইত্যাদি কল্পনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্ববিদ, গ. Vendata Ratnam বলেন : "হিন্দু ধর্ম বহু ধর্মের সমন্বয়, যেমন: শৈবধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, বহুদেববাদ, একেশ্বরবাদ, পৌত্তলিকতাবাদ প্রভৃতি।' বেদের অনুবাদক ম্যাক্স মূলার (Max Muller) একটি উক্তির মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের দেবতাতত্ত্ব ও বহু ঈশ্বরবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছিলেন: "আসলে বেদের যে দেবতা তত্ত্ব তাকে বহু ঈশ্বরবাদ (Polytheism) বলে আখ্যায়িত না করে, এক পরম সত্তার বহু দেবতার মিল (Henothism) বলাই শ্রেয়'।

হিন্দু ধর্ম আত্মাবাদকে স্বীকার করে। এতদসঙ্গে সত্তার পুজাকেও স্বীকৃতি দেয়। বর্ণাশ্রমকে হিন্দু ধর্ম খুবই প্রাধান্য দেয়। সমাজের মানুষদের তাদের কর্ম বা পেশা হিসেবে (Division of Labour) দেখানো হয়েছে। যথা : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র। এই চারটি বর্ণকে এক কথায় বললে বলা যায় সংস্কৃতির ধারক ও সংরক্ষক হল ব্রাহ্মণ, রাজ্য শাসন ও শত্রু নিধনের কাজ হল ক্ষত্রিয়ের, সমাজের অর্থনীতি সুরক্ষা ও উন্নতি সাধন বৈশ্যের কাজ; আর এই তিন শ্রেণির লোককে সেবা করা শূদ্রের কাজ। প্রাচীন হিন্দু সমাজের এই কর্মবিভাজন থেকেই সমাজ ও শ্রেণি বৈষম্যের উৎপত্তি ঘটে। আধুনিক বিশ্বে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যে কর্মবিভাজন দেখা যায় তা এ থেকেই সৃষ্ট। হিন্দু ধর্মের পরম ও চরম প্রাপ্তি ব্রহ্ম এবং মোক্ষ লাভ।

বৌদ্ধ মত বা দর্শনে মূর্তি পূজার কোন অবকাশ নেই। তবে কথিত বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারিরা বুদ্ধ মূর্তি পূজা করে থাকেন। এখানে মনে রাখা দরকার বৌদ্ধ ধর্ম কথিত বৌদ্ধ অনুসারীদের সৃষ্টি কিন্তু বৌদ্ধ মত বা বৌদ্ধ দর্শন বুদ্ধেরই। ফলে বৌদ্ধ ধর্ম আর বৌদ্ধ দর্শন এক কথা নয়।

যেমনটা আমরা দেখতে পাই সনাতন ধর্মে বা হিন্দু ধর্মে। হিন্দু ধর্মানুসারীরা নানা দেব-দেবীর মূর্তি নির্মাণ করে সেই মূর্তিতে অ□চনা দেয়। যেন ভাবটা এমন যে, এই পূজা-আর্চনার কারণেই দেবতা তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ করবে পূজারিকে। যদিও 'বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করা বা তাঁদের সেবা করা ভগবদ্গীতাতে অনুমোদন করা হয়নি।' গীতার সপ্তম অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোকে বলা হয়েছে

কামৈস্তৈস্তৈহৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্যদেবতাঃ।
তংতং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া।। (ভগবদ্গীতা : ৭/২০)

অর্থাৎ' যাদের মন জড় কামনা বাসনার দ্বারা বিকৃত, তারা অন্য দেব দেবীর শরণাগত হয় এবং তাদের স্বীয় স্বভাব অনুসারে নিয়ম পালন করে দেবতাদের উপাসনা করে।

Ramayan - Bharata asks for Rama's paduka

এখানে পরিষ্কারভাবেই বলা হয়েছে যে, যারা কামনা বাসনার দ্বারা পরিচালিত হয়, তারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের সেবা না করে বিভিন্ন দেব দেবীর পূজা করে। এই শ্লোকের তাৎপর্য হল 'যারা সর্বোতভাবে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পেরেছে, তারাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ করে তাঁর প্রতি ভক্তিযুক্ত হয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত জীব জড় জগতের কলুষ থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে না পারছে ততোক্ষণ সে স্বভাবতই অভক্ত থাকে। কিন্তু তবুও বিষয়বাসনার দ্বারা কলুষিত থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ ভগবানের প্রতি উন্মুখ হয়, তখন সে তাঁর বহিরাঙ্গ প্রকৃতি মায়ার প্রতি আকৃষ্ট হয় না; যথার্থ লক্ষ্যের প্রতি উত্তরোত্তর অগ্রসর হতে হতে সে শীঘ্রই প্রাকৃত কাম-বিকার থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে তাই বলা হয়েছে

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ
তীব্রেণ-ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম।। (ভগবদ্গীতা : ২/৩/১০)

অর্থাৎ যে সব স্বল্পবুদ্ধি মানুষের পারমার্থিক জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, তারাই বিষয়-বাসনার তাৎক্ষণিক পূর্তির জন্য দেবতাদের শরণাপন্ন হয়।

সাধারণত এই স্তরের মানুষেরা ভগবানের শরণাগত হয় না, কারণ রজ ও তমোগুণের দ্বারা কলুষিত থাকার ফলে তারা বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনার প্রতি অধিক আকৃষ্ট থাকে এবং দেবোপাসনার বিধি-বিধান পালন করেই তারা সন্তুষ্ট থাকে। বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসকেরা তাদের তুচ্ছ অভিলাষের দ্বারা এতই মোহাচ্ছন্ন থাকে যে, তারা পরম লক্ষ্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ থাকে। ভগবানের ভক্ত কিন্তু কখনই এই পরম লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হন না।

শ্রীমদ্ভাগবতে তাই বলা হয়েছে সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।'।। (ভগবদ্গীতা : ১৮/৬৬) অর্থাৎ' 'সবকিছু পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও।' শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে বলা হয়েছে' 'একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ, আর সব ভৃত্য' (আদি ৫/১২৪)। তাই শুদ্ধ ভক্ত কখনো তাঁর বিষয়-বাসনা চরিতার্থ করবার জন্য অন্যান্য দেব-দেবীর কাছে যান না।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

দেশের নাম বদল নিয়ে বিতর্ক, যা বললেন কঙ্গনা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : দেশের নাম 'ইন্ডিয়া' না কি 'ভারত'-এই বিতর্ক এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম জুড়ে। মঙ্গলবার সকাল থেকে দেশের নামবদল নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। জি২০ বৈঠক উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ডাকা নৈশভোজের আমন্ত্রণপত্রে 'প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া'র পরিবর্তে লেখা হয়েছে 'প্রেসিডেন্ট অফ ভারত'।

এরপর থেকেই বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠছে, দেশের নাম কি তাহলে 'ইন্ডিয়া' থাকবে না? বদলে গিয়ে 'ভারত' হবে। এমন বিষয়ে ভারতীয় অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত মনে করেন, ইন্ডিয়া নয়, বরং ভারত নামই হওয়া উচিত। অভিনেত্রীর দাবি, বছর দু'য়েক আগেই নাকি দেশের নাম বদলের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনি।

২০২১ সালে কঙ্গনা একটি অনুষ্ঠানে জানিয়েছিলেন 'ইন্ডিয়া' নাম থেকে দূরে থাকা উচিত, আমরা ভারতীয় এবং আমাদের দেশ ভারত। 'ইন্ডিয়া' দাসত্বের প্রতীক বলেই মত তার। বছর দু'য়েক আগে তিনি যে কথা বলেছিলেন, সেটা নিয়ে এখন সরগরম দেশের রাজনীতি। বছর দু'য়েক আগে করা সেই বক্তব্য নিজের এক্স প্রোফাইলে পুনরায় পোস্ট করেন অভিনেত্রী। তবে শুধু নিজের করা পোস্ট নয়, এক অনুরাগীর পোস্টও নিজের এক্স প্রোফাইলে পোস্ট করেছেন।

সেখানেই অভিনেত্রীর প্রশংসা করে ওই অনুরাগী লেখেন, 'সব সময়ই সময়ের চেয়ে এগিয়ে ভাবেন কঙ্গনা।' তাতেই পাল্টা উত্তর দিয়ে অভিনেত্রী লেখেন, 'আরে লোকে ভাবে আমি কালাজাদু জানি। এটা সাধারণ বুদ্ধি। দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে পাওয়া নাম থেকে মুক্তি জয় ভারত।'

পাশপাশি ভারত নামের গুরুত্ব বুঝিয়ে কঙ্গনা বলেন, ভারত নামের গুরুত্ব আছে। কিন্তু 'ইন্ডিয়া' নামের অর্থ কি? ব্রিটিশরা সিন্ধু উচ্চারণ করতে পারত না। তাই সেটা অপভ্রংশ করে 'ইন্দুস' করেছিল। তার পর কখনও 'হিন্দুস', কখনও 'ইন্দুস'

এইসব বলতে বলতে ইন্ডিয়া নাম দিয়ে দিল।

ইন্ডিয়া নামের মানে বোঝাতে গিয়ে কঙ্গনা বলেন, 'পুরনো ইংরেজিতে ইন্ডিয়ান বলতে বোঝায় দাস। ব্রিটিশরা আমাদের ইন্ডিয়ান নামকরণ করেছিলেন। কারণ সেটাই (দাস) ছিল ব্রিটিশদের চোখে আমাদের পরিচয়। তাই আমরা ইন্ডিয়ান নই, ভারতীয়।'

কেন বচ্চন পরিবারের তিন সদস্যকে সহ্য করতে পারেন না সানি দেওল?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'গদর ২' সিনেমার সাফল্যের পার্টিতে এক ফ্রেমে ধরা দিলেন শাহরুখ খান এবং সানি দেওল। ১৬ বছর ধরে দুই অভিনেতার মধ্যে যে বরফ জমেছিল তা শেষ পর্যন্ত গলেছে। কিন্তু বচ্চন পরিবারের সঙ্গে সানির দূরত্ব ক্রমশ যেন বেড়েই চলেছে। বচ্চন পরিবারের তিন সদস্যকে কোনওভাবেই সহ্য করতে পারেন না সানি।

অমিতাভ বচ্চনের পুত্র অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে সম্পর্কের সমীকরণ ভাল নয় সানির। বলিপাড়ায় অভিষেকের আগে থেকেই সানির সঙ্গে সম্পর্কে চিড় ধরে যায় জুনিয়র বচ্চনের।

১৯৯৭ সালে 'বর্ডার' মুক্তি পাওয়ার পর সানির জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে যায় বলিপাড়ায়। সানির অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে যান বলি পরিচালক জেপি দত্ত। পরবর্তী ছবিতে সানিকে মুখ্যচরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশও করেন জেপি।

'রিফিউজি' ছবির চিত্রনাট্য লিখে শেষ করে ফেলেছিলেন জেপি দত্ত। সেই সময় অমিতাভ জানতে পারেন পরিচালকের হাতে একটি ভাল চিত্রনাট্য রয়েছে। নিজের পুত্রের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে জেপি দত্তের সঙ্গে দেখা করেন অমিতাভ।

'রিফিউজি' ছবির মাধ্যমে যেন অভিষেক বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন জেপি দত্তকে সেই অনুরোধ করেন অমিতাভ। অমিতাভের কথা মেনে সানির পরিবর্তে অভিষেককেই 'রিফিউজি' ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাব দেন জেপি দত্ত।

অভিষেকের স্ত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনের সঙ্গেও সানির সম্পর্ক তিক্ত বলে কানাঘুষো শোনা যায়। এমনকি এক পুরনো সাক্ষাৎকারে সানি বলেছিলেন, “বলিপাড়ায় এমন কোনও কোনও জনপ্রিয় অভিনেত্রী রয়েছেন যারা আমার সঙ্গে কাজ করতে চাননি। তাদের মধ্যে ঐশ্বরিয়া একজন। আমার জায়গায় শাহরুখ খান, সালমান খান বা হৃত্বিক রোশন থাকলে তিনি নিশ্চয় কাজ করতেন।”

সানি যখন ক্যারিয়ারের মধ্যগগনে সেই সময় অভিনয়জগতে নিজের পরিচিতি গড়তে শুরু করেন ঐশ্বরিয়া। সানির সঙ্গে 'ইন্ডিয়ান' নামের একটি হিন্দি ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পান ঐশ্বরিয়া। সানির সঙ্গে 'ইন্ডিয়ান' ছবির বেশ কিছু দৃশ্য শুটও করেন ঐশ্বরিয়া। বলিউডের অন্দরমহল সূত্রে জানা যায়, এই ছবিতে একটি গানের দৃশ্যও শুট করে ফেলেছিলেন দুই তারকা। গানটি শুট করতে এক কোটি রুপি খরচ হয়েছিল।

কিন্তু 'ইন্ডিয়ান' ছবি থেকে মাঝপথে বেরিয়ে যান ঐশ্বরিয়া। অভিনেত্রী ছেড়ে যাওয়ার পর সেই ছবির শুটিংও বন্ধ হয়ে যায়।

সানির দাবি, 'ইন্ডিয়ান' ছবি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেও পরে অন্যান্য ছবিতে অভিনয়ের জন্য ঐশ্বরিয়াকে একাধিকবার প্রস্তাব দিয়েছিলেন অভিনেতা। কিন্তু বারবার সানির প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছেন ঐশ্বরিয়া।

শুধু অভিষেক এবং ঐশ্বরিয়াই নয়, অমিতাভের প্রতিও ক্ষোভ রয়েছে সানির। অমিতাভের সঙ্গে সানির বাবা ধর্মেন্দ্রের বন্ধুত্ব বহু দিনের। সেই সূত্রে অমিতাভের সঙ্গে আলাপ সানির।

১৯৮৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'বেতাব' ছবির হাত ধরে বলিপাড়ায় আত্মপ্রকাশ করেন সানি। সেই সময় বলিউডে জনপ্রিয়তার শিখরে ছিলেন অমিতাভ।

বলিপাড়ার একাংশের দাবি, 'বেতাব' ছবির পর সানির রাতারাতি জনপ্রিয়তা দেখে নাকি অমিতাভ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতে শুরু করেন।

১৯৯৪ সালে মুক্তি পায় 'ইনসানিয়ত'। এই ছবিতে সানি এবং অমিতাভকে একসঙ্গে অভিনয় করতে দেখা যায়। কানাঘুষো শোনা যায়, এই ছবির শুটিংয়ের সময় অমিতাভের প্রতি রাগ জন্মায় সানির।

সানি এক পুরনো সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, 'ইনসানিয়ত' ছবিতে সানির চরিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিনেতার কাছে দাবি করেন ছবির পরিচালক টোনি জুনেজা। কিন্তু শুটিংয়ের সময় সব কিছু বদলে যায়।

সানির চরিত্রের থেকে অমিতাভ যে চরিত্রে অভিনয় করছিলেন তা আরও যত্ন নিয়ে বুনতে শুরু করেন টোনি। এমনকি ছবি মুক্তির আগে যে পোস্টার তৈরি করা হয় সেখানেও সানির চেয়ে অমিতাভকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় বলে দাবি করেন সানি।

বলিপাড়ার একাংশের অনুমান, 'ইনসানিয়ত' ছবিতে কাজ করার পর আর অমিতাভের সঙ্গে কাজ করতে চাননি সানি।

চলতি বছরের জুন মাসে সানির পুত্র করন দেওলের বিয়ে হয়। সানির বাড়ি থেকে অমিতাভের বাড়ির ঢিলছোড়া দূরত্ব হওয়া সত্ত্বেও বচ্চন পরিবারকে পুত্রের বিয়েতে নিমন্ত্রণ করেননি সানি।

কেন ক্যাটরিনার প্রেমে পড়েছেন জানালেন ভিকি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউডের জনপ্রিয় দম্পতি ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ। সম্প্রতি 'মাসান' অভিনেতা জানালেন কেন ও কখন ক্যাটরিনার প্রেমে মজেছেন।

ভিকি যখন থেকে ব্যক্তিগতভাবে ও কাছ থেকে ক্যাটরিনাকে জানতে শুরু করেন, তখনই প্রেমে পড়েন। একই সময় বুঝতে পেরেছিলেন ক্যাটরিনাকে জীবন সঙ্গী হিসেবে চান তিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে এসব তথ্য দেন ভিকি।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে ক্যাটরিনার মিশে যাওয়ার গুণ ভিকিকে মুগ্ধ করে। এটাই তার কাছে ক্যাটরিনার সবচেয়ে আকর্ষণীয় গুণ। তিনি এও জানান, 'ফিতুর' নায়িকার মনোযোগ পাওয়া প্রথম দিকে অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল এ নায়কের।

ক্যাটরিনা কাইফ ও ভিকি কৌশল ২০২১ সালের ৯ ডিসেম্বরে রাজস্থানে বিয়ে করেন। বিয়ের আগে হবু দম্পতি কখনও প্রেমের সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি। যদিও অপ্রকাশ্য সম্পর্কটি বরাবরই বলিউডে 'টক অব দ্য টাউন' হয়েছিল।

ভিকি জানান, যখন তারা একে অপরকে সময় দেওয়া শুরু করেন, বুঝতে পারেন এ সম্পর্ক থেকে আরও গুরুত্বপূর্ণ কিছু চান। ভিকি বলেন, “আমাদের সম্পর্কে বিয়ে নিয়ে কোনও গোপনীয়তা ছিল না। শুরু থেকেই জানতাম আমাদের এই সম্পর্ক অনেক গভীর। এই সম্পর্ককে আমরা স্থায়ী করতে চাই। বিয়ে কখনওই এক পক্ষের প্রশ্ন ও অন্যপক্ষের উত্তর ছিল না। বিয়ে নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছিল।”

তিনি আরও জানান, ক্যাটরিনার তারকা খ্যাতির জন্য বা জনপ্রিয়তা দেখে প্রেমে পড়েননি। ব্যক্তি ক্যাটরিনাকে যখন জানতে শুরু করেন তখন তার প্রেমে পড়তে শুরু করেন। ব্যক্তিত্বের প্রেমে পড়েছিলেন ভিকি।

ক্যাটরিনার প্রারম্ভিক মনোযোগ ভিকির কাছে 'অদ্ভুত' মনে হয়েছিল। তিনি বলেন, “প্রথম দিকে আমি তার মনোযোগ পেলে অদ্ভুত কিছু অনুভব করতাম। যখন ক্যাটরিনার সঙ্গে পরিচিত হলাম ও সময় কাটাতে শুরু করলাম তখন আমার কাছে মনে হল তার মতো মানুষের সঙ্গে আগে কখনও পরিচয় হয়নি আমার। কারো সম্পর্কে খারাপ কিছু বলতে শুনিনি তাকে। নিজের চারপাশের মানুষ সম্পর্কে, চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে খুব সহানুভূতিশীল ক্যাটরিনা। আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ বিষয়টি কাজ করেছে।”

বলিউডের তারকাদের প্রেমের ক্ষেত্রে সিনেমায় অভিনয় ও সেট ভাগাভাগি খুবই সাধারণ বিষয়। অবাক করা বিষয় হল- ভিকি কৌশল ও ক্যাটরিনা কাইফ এখনও কোনও সিনেমায় একসঙ্গে অভিনয় করেননি। সামনে একসঙ্গে দেখা যাবে কি না তাও নিশ্চিত নয়। দুজনই এখন আলাদা প্রজেক্ট নিয়ে ব্যস্ত। সামনে ভিকির 'দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান ফ্যামিলি' ও 'স্যাম বাহাদুর' মুক্তি পাবে। ক্যাটরিনাকে দেখা যাবে 'টাইগার থ্রি' ও 'মেরি ক্রিসমাস' সিনেমায়।

নিজের যে ভুলে করোনায় আক্রান্ত হন কৃতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের এই প্রজন্মের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী কৃতি স্যানন। সম্প্রতি সেরা অভিনেত্রী হিসেবে জাতীয় পুরস্কার জিতে নিজের নামের যথার্থতা প্রমাণ করেছেন তিনি।

ফিল্মি পরিবারের কন্যা নন, বহিরাগত হিসেবেই বলিউডে পা রেখেছিলেন কৃতি। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ার সময় থেকেই মডেলিং করতেন। স্বপ্ন ছিল, একদিন বলিউডের সফল অভিনেত্রী হবেন। অভিনয় জীবনের এক দশক পূর্ণ হওয়ার আগেই নিজেকে সফল অভিনেত্রী হিসেবে বলিউডে প্রতিষ্ঠা করেছেন কৃতি। তবে সেজন্য কম তপস্যা করতে হয়নি তাকে। কঠিন অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের পরই এই উচ্চতায় পৌঁছতে পেরেছেন তিনি। তার পরেও এখনও বেশ কিছু বদঅভ্যাস রয়ে গেছে কৃতির। অভিনেত্রী জানান, তেমনই এক স্বভাবের কারণেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কৃতি জানান, পরিচিত কারও থেকে খাবার নিয়ে খাওয়ার আগে একবারও ভাবেন না তিনি। এমনকি, তাদের থালা থেকেই তুলে খাবার খেয়ে নেন। অভিনেত্রীর কথায়, তার নাকি বাছবিচার ও অহমিকাবোধ নেই। তাই অন্যের এঁটো খাবার খাওয়ার আগেও নাকি বিশেষ ভাবনাচিন্তা করেন না তিনি। নিজের এই স্বভাবের কারণেই নাকি প্রথম ঢেউয়ের সময় কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি, জানান কৃতি। ২০২০ সালের শেষের দিকে করোনায় আক্রান্ত হন অভিনেত্রী। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতাতেই জানিয়েছিলেন সেই খবর। যদিও, খুব একটা বেশি দিন ভুগতে হয়নি তাকে। চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলায় খুব শিগগিরই সুস্থ হয়ে ওঠেন।

সেই ঘটনা থেকে কি শিক্ষা নিয়েছেন কৃতি? না কি এখনও অন্যের থালা থেকে নিয়েই খাবার খান? সেই প্রশ্নের উত্তর যদিও অজানা। তবে নিজের স্বাস্থ্যের দিকে যে খেয়াল রাখেন তিনি, তা স্পষ্ট সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় তার শরীরচর্চার ঝলক থেকেই। 'মিমি' ছবিতে সন্তানসম্ভবা নারীর চরিত্রে অভিনয় করার জন্য অনেকটা ওজন বাড়াতে হয়েছিল তাকে। ছবির শুটিং শেষ হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই ব্যায়াম করে সেই বাড়তি ওজন ঝরিয়ে ফেলেন কৃতি।

এমবাপ্পে-টোপ

গিলল পিএসজি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সবকিছু মিটমাট হয়ে যাওয়ায় নতুন করে মাঠে নামেন কিলিয়ান এমবাপ্পে। কিন্তু গ্রীষ্মের দলবদলের উইন্ডো বন্ধ হতেই সুর বদলালেন এ ফরাসি তারকা। ফরাসি দৈনিক এল ইকুয়েপে জানিয়েছে, পিএসজির সঙ্গে নতুন চুক্তি করবেন না এমবাপ্পে। মূলত তিনি চাচ্ছেন ২০২৪ সালের জুনের পর ফ্রিতে অন্য কোথায়ও চলে যেতে। ঘুরেফিরে এমবাপ্পেরই তাহলে জয় হলো।

গ্রীষ্মের দলবদলের উইন্ডো খুলতে না খুলতেই এমবাপ্পে-পিএসজির মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হতে থাকে। এমবাপ্পের এক চিঠিতেই শুরু হয় যত ঝামেলা। পিএসজির সঙ্গে সর্বশেষ যে চুক্তি করেছিলেন তিনি, সেখানে একটা ক্লজ ছিলু চাইলে আরেকটা বছর চুক্তির মেয়াদ বাড়াতে পারবেন। কিন্তু এমবাপ্পে সেটা করতে না চাওয়ায় পিএসজি তাঁকে বিক্রির জন্য দৌড়ঝাঁপ শুরু করে। প্রিমিয়ার লিগের একাধিক ক্লাব এবং সৌদি থেকেও আসে প্রস্তাব। কিন্তু কিলিয়ান চেয়েছিলেন আরেকটা মৌসুম শেষ করে তবেই যেতে। আর গেলেও রিয়াল মাদ্রিদে। এবারও রিয়াল তাঁকে কিনতে প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু পিএসজির আকাশচুম্বী দাম শুনে হাসতেই হয়েছে মাদ্রিদের ক্লাব কর্তাদের। এরপর তো পিএসজির মালিক সরাসরি কথা বলেন এমবাপ্পের সঙ্গে। সেই আলোচনা ফলপ্রসূ হওয়ায় কিলিয়ান পিএসজির হয়ে খেলছেন। তিনি প্যারিসে থাকবেন বলেও জানিয়ে দেন। কিন্তু ট্রান্সফার মার্কেট বন্ধ হতেই উল্টো কথা। শেষ পর্যন্ত যদি পিএসজির সঙ্গে চুক্তি না করেন এমবাপ্পে, তাহলে ২০২৪ সালের জুনের পর যে কোনো ক্লাবে ফি ছাড়াই যেতে পারবেন তিনি। আর সুযোগটা ভালোভাবে কাজে লাগাবে রিয়াল মাদ্রিদও। যদিও রিয়ালের সঙ্গে এত দিনে সম্পর্ক অনেকটাই খারাপ হয়েছে এমবাপ্পে। বারবার সেখানে যাবেন বলেও যাননি। তবে মাঝে রিয়াল সভাপতি পেরেকে সরি বলায় দূরত্বটা অনেকটাই কমেছে। এখন এটাই হতে পারে শেষ সুযোগ। রিয়ালও আগে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে রাখবে। তা ছাড়া এমবাপ্পে ফ্রি এজেন্ট হয়ে গেলে ফি নিয়েও ভাবতে হবে না তাদের। তবে ২০২৪ সালের জুনের আগে যদি আবার সুর বদলান এমবাপ্পে, তাহলে বিপদ।

মেসির ওপর এত ক্ষোভ কেন ফন গালের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কাতার বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডসকে হারিয়ে সেমিতে যায় আর্জেন্টিনা। ওই ম্যাচে দুই দলের খেলোয়াড়রা একাধিকবার তর্কে জড়ান। এরপর টাইব্রেকারে ডাচদের হারিয়ে আইকনিক উদযাপন করেন মেসি। তেড়ে যান ডাচ কোচ লুইস ফন গালের দিকে, যা নিয়ে বিশ্বকাপের পরও আলোচনা হয়। এবার সেই ম্যাচ নিয়ে কথা বললেন ফন গাল। যেখানে তিনি মেসি ও আর্জেন্টিনাকে নিয়ে পুষে রাখা সব ক্ষোভ যেন উগড়ে দিলেন। ডাচ সংবাদমাধ্যম এনওএস স্পোর্টসকে ফন গাল বলেন, 'আমি এটা নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না। আপনি যখন দেখবেন কীভাবে আর্জেন্টিনা গোলগুলো করেছিল এবং আমরা কীভাবে গোলগুলো করেছিলাম; তাদের কিছু খেলোয়াড় সীমা অতিক্রম করেছিল এবং এরপরও তাদের শাস্তি দেওয়া হয়নি। ফলে আমার মনে হয়েছে এই ম্যাচটা পুরোপুরিভাবে পূর্বপরিকল্পিত খেলা ছিল। আমি যা বলতে চেয়েছি, মেসিকে কি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হতেই হতো? আমার মনে হয়, সেজন্যই এত কিছু।'

ফন গালের এমন বিস্ফোরক মন্তব্যের পর আর্জেন্টিনার সমর্থকরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ফন গালের মুণ্ডুপাত করছেন। যদিও আকাশি-সাদাদের পক্ষ থেকে এখনও কেউ পাল্টা জবাব দেননি। তবে ফন গাল একা নন এর আগে পর্তুগালের পেপেও বিশ্বকাপ থেকে বাদ পড়ায় আর্জেন্টিনাকে নিয়ে সমালোচনা করেন, 'আমরা একটি গোল খেয়েছি, যা প্রত্যাশিত ছিল না। আগের রাতে যা হয়েছে, এরপর ম্যাচে আর্জেন্টাইন রেফারিকে দায়িত্ব দেওয়া গ্রহণযোগ্য নয়।'

ভারত বিশ্বকাপ:

অস্ট্রেলিয়ার শক্তিশালী দল ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আগামী মাসেই ভারতে শুরু হচ্ছে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। চলছে শেষ সময়ের প্রস্তুতি। বুধবার (৬ সেপ্টেম্বর) ওয়ানডে বিশ্বকাপের সবচেয়ে সফল দল অস্ট্রেলিয়া তাদের ১৫ সদস্যের চূড়ান্ত দল ঘোষণা করেছে।

গত আগস্ট মাসেই বিশ্বকাপের জন্য ১৮ সদস্যের প্রাথমিক দল ঘোষণা করেছিলো অস্ট্রেলিয়া। সেখান থেকেই এবার ১৫ সদস্যের দল চূড়ান্ত করল ওয়ানডে বিশ্বকাপের সবচেয়ে বেশি ৫ বারের চ্যাম্পিয়নরা।

তবে অস্ট্রেলিয়ার দল ঘোষণার আগেই দিনও দলের গুরুত্বপূর্ণ তারকা গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে দেখা দিয়েছিল দ্বিধা। ৫ সেপ্টেম্বর জানানো হয়েছিলো, ভারতের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজটিও হয়তো খেলতে পারবেন না ম্যাক্সি। তবে সেই ম্যাক্সয়েলকেই নিয়ে বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া।

এদিকে দলে রয়েছেন ডেভিড ওয়ার্নার। যিনি কিনা বেশ কয়েকদিন ধরেই ছন্দে নেই। তবে তাকেও দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপে দলে রয়েছে পাঁচ অলরাউন্ডার। দলের যে কোন প্রয়োজনে এই অলরাউন্ডাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়াও চলমান দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে মিচেল মার্শ রয়েছেন দারুণ ফর্মে।

অস্ট্রেলিয়ার দল

প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), স্টিভেন স্মিথ, অ্যালেক্স ক্যারি, জশ ইংলিশ, শন অ্যাবট, অ্যাস্টন অ্যাগার, ক্যামেরন গ্রিন, জশ হ্যাজেলউড, ট্রাভিস হেড, মিচেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ডেভিড ওয়ার্নার, মার্কাস স্টয়নিস, অ্যাডাম জাম্পা এবং মিচেল স্টার্ক।

সুয়ারেজ-কাভানিকে ছাড়াই

উরুগুয়ের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দল ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ফুটবল বিশ্বকাপের ২০২৬ সালের আসরকে সামনে রেখে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের জন্য ২৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে উরুগুয়ে। তবে এই দলে জায়গা হয়নি দীর্ঘদিনের সারথী অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেজ ও এডিনসন কাভানির।

আগামী ৯ সেপ্টেম্বর চিলির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে বাছাইপর্ব শুরু করবে উরুগুয়ে। এরপর ১৩ সেপ্টেম্বর ইকুয়েডরের বিপক্ষে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে মাঠে নামবে তারা।

দলের দুই অভিজ্ঞ তারকাকে ছাড়াই ঘোষিত দলে এসেছে কয়েকজন নতুন মুখ। সুয়ারেজ-কাভানির অনুপস্থিতিতে দলের আক্রমণভাগের নেতৃত্ব দিবেন লিভারপুল তারকা দারউইন নুনেজ।

চিলি ও ইকুয়েডরের বিপক্ষে উরুগুয়ের স্কোয়াড :

গোলরক্ষক : সার্জিও রোচেত, ফ্রাঙ্কো ইসরায়েল ও সান্তিয়াগো মেলে।

ডিফেন্ডার : সান্তিয়াগো বুয়েনো, ব্রুনো মেন্দেজ, সেবাস্তিয়ান কাসারেস, পুমা রদ্রিগেজ, মাথিয়াস অলিভিয়েরা, হোয়াকুইন পিকুইয়ারেজ, মাতিয়াস ভিনা ও লুকাস ওলাজা।

মিডফিল্ডার : ফেদেরিকো ভালভার্দে, নাহিতান নান্দেজ, ফেলিপে কারবালো, এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, মানুয়েল উগার্তে ও নিকোলাস দে লা ক্রুজ।

ফরোয়ার্ড : অগাস্টিন কানোব্বিও, ম্যাক্সিমিলিয়ানো আরাউহো, ফাকুন্দো তোরেস, ব্রিয়ান রদ্রিগেজ, ফাকুন্দো পেলিস্ত্রি, ক্রিস্টিয়ান অলিভিয়েরা, ম্যাক্সি গোমেজ ও ডারউইন নুনেজ।

শিরোপা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ;

ইংল্যান্ডের শক্তিশালী দল ঘোষণা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আসন্ন ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য প্রাথমিক দল জমা দেওয়ার শেষ দিন ছিল মঙ্গলবার (৫ সেপ্টেম্বর)। নিয়ম মেনে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসির কাছে নিজেদের প্রাথমিক স্কোয়াডের তালিকা পাঠিয়েছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড।

২০১৯ সালে ঘরের মাঠে শ্বাসরুদ্ধকর ফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়ে প্রথমবার শিরোপা ঘরে তোলে ইংলিশরা। তাদের সামনে এবার শিরোপা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ। সেই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার আগে আইসিসির কাছে খেলোয়াড়দের তালিকা পাঠিয়েছে থ্রি লায়ন্সরা। কেউ চোট সমস্যায় না পড়লে ধারণা করা যাচ্ছে, এটিই হতে চলেছে ইংলিশদের মূল দল। দলের দায়িত্বে থাকছেন ওয়ানডের নিয়মিত অধিনায়ক জস বাটলার।

আগামী ৫ অক্টোবর থেকে ভারতে শুরু হবে আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসর। চলবে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত।

ইংল্যান্ডের ১৫ সদস্যের স্কোয়াড : জস বাটলার (অধিনায়ক), মঈন আলী, জনি বেয়ারস্টো, স্যাম কারান, লিয়াম লিভিংস্টোন, গাস অ্যাটকিনসন, ডেভিড মালান, আদিল রশিদ, জো রুট, ক্রিস ওকস, জেসন রয়, বেন স্টোকস, রিচি টপলি, ডেভিড উইলি, মার্ক উড।

ইন্ডিয়া নয়, ভারত লেখার দাবি শেবাগের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) কাছে এক অদ্ভুত দাবি জানালেন দেশটির সাবেক ক্রিকেটার বীরেন্দর শেবাগ। আসন্ন ওয়ানডে বিশ্বকাপ থেকে রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের জার্সিতে যেন 'টিম ইন্ডিয়া' নয়, 'ভারত' লেখা থাকে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সচিব জয় শাহের কাছে এমনই দাবি জানিয়েছেন তিনি।

টুইটারে শেবাগ লিখেছেন, আমি সবসময় একটাই কথা মনে করি যে ভারতীয় ক্রিকেট দলের নাম এমন হওয়া উচিত, যা আমাদের হৃদয়কে গর্বিত করে। আমরা ভারতীয় এবং ইন্ডিয়া নামটা ইংরেজরা দিয়েছিল। সেকারণে এই টিম ইন্ডিয়া নামটা এখনই বদলে ফেলা উচিত।

এই টুইটে শেবাগ জয় শাহকে ট্যাগ করে দাবি করেছেন, আসন্ন একদিনের ক্রিকেট বিশ্বকাপে রোহিতদের বুকের উপর 'ভারত' নামটা যেন লেখা থাকে।

মঙ্গলবার সকাল থেকেই একটি খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। সেখানে বলা হচ্ছে, দেশের আনুষ্ঠানিক নাম বদলে খুব শিগগিরই ভারত করে দেওয়া হবে। এই খবরের পরিপ্রেক্ষিতেই শেবাগ এই টুইট করেছেন। এমনকি, ইংরেজিতেও দেশের নাম 'ভারত'-ই লেখা হবে। নেপালের বিরুদ্ধে ম্যাচের সময়ও INDIA vs NEPAL-এর পরিবর্তে ইঐঅজঅঞ াং ঘঊচঅখ হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে শেবাগ নেদারল্যান্ডসের উদাহরণ টেনে টুইট করেছেন। তিনি লিখেছেন, ১৯৯৬ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডস দল হল্যান্ড নামেই খেলতে এসেছিল। কিন্তু ২০০৩ সালে তারা নেদারল্যান্ডস নামে খেলেছিল। আজও তাদের সেই নামেই ডাকা হয়। বার্মাও নিজেদের নাম বদল করে মিয়ানমার রেখেছে। বিশ্বে এমন বহু দেশ রয়েছেন যারা নিজেদের আসল নামটাই শেষ পর্যন্ত বেছে নিয়েছে। ভারতেরও সেই পথেই হাঁটা উচিত।

রোনালদোর ৮৫০তম

গোলে বড় জয় আল নাসরের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মৌসুম শুরুর বাজে ফর্ম পেছনে ফেলে ছন্দে ফিরেছে আল নাসর। সৌদি প্রো লিগে বড় জয় তুলে নিয়েছে ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদোর রোনালদোর দল। আল-হাজমের বিপক্ষে রোনালদো-সাদিও মানেদের পাশাপাশি গোলের দেখা পেয়েছে স্থানীয় খেলোয়াড়রাও। এদিন রোনালদো পেশাদার ক্যারিয়ারের ৮৫০তম গোল পূর্ণ করেছেন। এতে আল হাজেমকে তাদের মাঠেই ৫-১ গোলে গুঁড়িয়ে দিয়েছে আল নাসর।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণ চালায় আল-নাসর। তবে ম্যাচের লিড পেতে তাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে ৩৩ মিনিট পর্যন্ত। রোনালদোর অ্যাসিস্টে নাসরকে লিড এনে দেওয়া গোলটি করেন এই সৌদি উইঙ্গার আব্দুলরাহমান গারিব। বিরতিতে যাওয়ার আগেই গোল ব্যবধান দ্বিগুণ করেন রোনালদোরা। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে কর্নার থেকে উড়ে আসা বলে আব্দুল্লাহ আল-খাইবারি তাদের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন। ২-০ ব্যবধান নিয়ে এরপর নাসর বিরতিতে যায়।

বিরতি থেকে ফিরেই অবশ্য একটা গোল শোধ করে আল-হাজম। দূরপাল্লার শটে দারুণ এক গোল করেন মুহাম্মেদ বাদামোসি। ৫৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ায় আল-নাসর। এই গোলটি করতে পারতেন রোনালদো নিজেই। মার্সেলো ব্রোজোভিচের সঙ্গে ওয়ানটু খেলে বল নিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে পড়েন রোনালদো। এরপর পাস বাড়ান ফাকায় দাঁড়িয়ে থাকা ওতাভিওকে। প্লেসিং শটে বল জালে জড়ান রোনালদোর স্বদেশি এই তারকা।

দুই গোলে অবদান রাখা রোনালদোও অবশ্য গোলশূন্য থাকেননি। ম্যাচের ৬৮ মিনিটে ক্যারিয়ারের ৮৫০তম গোল পূরণ হয় রোনালদোর। গারিবের পাসে ডি-বক্সের ভেতর থেকে ডান পায়ের শট লক্ষ্যভেদ করেন তিনি। চলতি মৌসুমে দারুণ ফর্মে থাকা রোনালদো ৪ ম্যাচে ৬ গোল ও ৪ অ্যাসিস্ট করেছেন। এরপর সাফল্যের দেখা পান সেনেগালের তারকা সাদিও মানে। তার গোলেই ৫-১ গোলের বড় জয় নিশ্চিত করে আল-নাসর।

দুর্দান্ত জয়ের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে রোনালদো লিখেছেন, 'আরেকটি দারুণ দলগত পারফরম্যান্স! আমরা উন্নতি করতে থাকব। এগিয়ে চলো আল নাসর... ক্যারিয়ারে ৮৫০ গোল এবং চলতে থাকবে!'

সৌদি লিগের এবারের মৌসুমে আল নাসরের এটি টানা তৃতীয় জয়। আর এই তিন ম্যাচে হ্যাটট্রিকসহ সব মিলিয়ে ছয় গোল করেছেন রোনালদো। তিনি আছেন আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকার শীর্ষে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR